উদয় হইবে ; যেহেতুক পরম পুরুষার্থ-লক্ষণ আমার প্রাপ্তিটাই পরমফল। এই প্রমাণে জীব-স্বরূপের মায়াকর্তৃক আবরণের মুখ্য কারণ ভগবদ্বৈমুখ্যটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব শ্রীভগবদ্বৈমুখতার জন্য পরম-কারুণিক-শাস্ত্র, ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিতেছেন। সেই শাস্ত্রীয় উপদেশেও যে সকল জীব জন্মান্তরীয়-নিখিল শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য শ্রীভগবদনুভব-সংস্কারবিশিষ্ট, এবং যে সকলজীব এই জন্মেই মহাপুরুষের সঙ্গবশে অতিশয় কৃপাদৃষ্টি-প্রভৃতি লাভ করিতে পারিয়াছেন, সেই দুইপ্রকার জীবসমূহেরই পূর্ব্ববর্ণিত পরমানন্দ লক্ষণ পরতত্ত্ববস্তু, উপদেশ-শ্রবণ আরম্ভমাত্রেই সেইকালেই এক-সঙ্গেই ভগবৎসাম্মুখ্য এবং ভগবদনুভব হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন —শ্রীভা-১।১ শ্লোকে অন্যসাধন ও অন্যশাস্ত্রের দ্বারা কি সদ্য অর্থাৎ সাধন-সমকালে কিম্বা শাস্ত্র-শ্রবণকালে পরমেশ্বর হৃদয়েতে অবরুদ্ধ হয়েন ? অর্থাৎ অনুভূতিগোচর হইয়া থাকেন কি ? কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতের এমন অচিন্ত্য শক্তিবিশেষ আছে যে, প্রাপ্তসৎসঙ্গ অথবা প্রাপ্তমহৎ-কৃপাতিশয় দৃষ্টি ব্যক্তিমাত্রই যদি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীভগবান্ হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই শ্লোকে "কৃতিভিঃ"—এই পদের তাৎপর্য্যে জন্মান্তরীয় অথবা বর্ত্তমান জন্মে প্রাপ্ত সৎসঙ্গ ও প্রাপ্ত-মহৎকৃপাতিশয়রূপ ভাগ্যবান্ জীবের কথাই লক্ষিত হইয়াছে, আর "সদ্যঃ" পদে শ্রবণ-সমকালকে বুঝান হইয়াছে। "অবরুধ্যতে" পদের দ্বারায় ভগবদনুভূতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া নিজ-সিদ্ধান্তের প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধে অর্থাৎ যাঁহারা সৎসঙ্গাদি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্য উপদেশের অপেক্ষা নাই। যদৃচ্ছাক্রমে উপদেশান্তর শ্রবণ অর্থাৎ উন্মুখ হও, ভগবান্‌কে ভুলিও না—এই জাতীয় উপদেশগুলিও কিন্তু তাহাদিগের সম্বন্ধে শ্রীভগ-বানের লীলাশ্রবণের মত শ্রীভগবানের আস্বাদনই উদ্দীপিত করিয়া দেয় ; অর্থাৎ যেমন লীলারসের রসিক ভক্তগণের হৃদয়ভরা অনবরত লীলাস্ফূর্ত্তি থাকিলেও যখনই শ্রীভগবানের লীলা শ্রবণ করেন, তখনই একটা আস্বাদনের অভিনবত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তেমনই পূর্ববর্ণিত জীবগণও যখনই শাস্ত্রীয় উপদেশগুলি শ্রবণ করেন, তখনই একটা অভিনব আস্বাদন হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীপ্রহ্লাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে ঐ আস্বাদনের অভিনবত্ব বর্ণিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারাও দত্তাত্রেয় অবধূত মহাশয়ের নিকটে অনেক উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরস্পরই একটা অভিনব আস্বাদনরসে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। অনন্তর যাহারা